QQuestions. 2. **স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য গুলি লেখো**□

উওর: স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এরূপ অর্থনীতির কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। তবুও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

1. **কম মাথাপিছু আয়** : স্বল্পোন্নত দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় খুবই কম। এরূপ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো অদক্ষ ও অনুন্নত। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও দুর্বল। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম। জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কম বলে মাথাপিছু আয় খুবই কম। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে। জনসাধারণের আয় কম বলে জীবনযাত্রার মানও খুব নিম্ন। তারা নানা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং দেশের জনসাধারণের প্রত্যাশিত গড় আয়ু খুবই কম হয়।

2. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি**: স্বল্পোন্নত অর্থনীতি একান্তরূপে কৃষিনির্ভর। এরূপ অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে উদ্‌ভূত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত। জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক বা তার বেশি আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কিন্তু স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হ'লেও

কৃষিব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। কৃষির উৎপাদন কৌশল সাবেকি ও প্রাচীন ধরনের। ফলে শ্রমিক পিছু বা একর পিছু উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এখানে চাষিরা মূলত নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিকার্য ক'রে থাকে। বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করে না বললেই চলে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক কৃষি প্রসার লাভ করে নি। এখানে চাষবাসের উদ্দেশ্য হ'ল পরিবারের ভরণপোষণ

3. **মূলধন স্বল্পতা**: স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মূলধনের বড়ই অভাব। মূলধনের স্বল্পতা এ সমস্ত দেশে একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। নার্কসের মতে, মূলধনের স্বল্পতার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' কাজ করে। স্বল্পোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় কম। সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। আর উৎপাদনশীলতা কম বলে আয় কম। এভাবে মূলধনের যোগানের দিক থেকে একটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। আবার, মূলধনের চাহিদার দিক থেকেও অনুরূপ একটি দুষ্টচক্র কাজ করে। অনুন্নত দেশে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে দেশীয় বাজার খুব একটা বড় নয়। এজন্য বিনিয়োগকারীরা খুব বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। এর ফলেও মূলধন গঠনের হার কম হয় ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম থাকে। ফলে শ্রমিকের আয় কম। এভাবে মূলধনের অভাব স্বল্পোন্নত দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ রাখে।

4. **শিল্পে অনগ্রসরতাঃ** স্বল্পোন্নত দেশ সাধারণভাবে শিল্পে অনগ্রসর। এরূপ দেশে অধিকাংশ শিল্পই হ'ল ভোগ্যপণ্য শিল্প। এসব শিল্প

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে মূল ও ভারী শিল্প তেমন গড়ে ওঠে নি। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পের বনিয়াদ খুব দৃঢ় নয়। প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

5. **জনসংখ্যার চাপঃ** অধিকাংশ স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। এরূপ অর্থনীতিতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে, জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না। ফলে মাথাপিছু আয় খুব ধীর গতিতে বাড়ে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হবার সাথে সাথেই মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু জন্মহার মোটামুটি একই থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। দ্রুত হারে জনসংখ্যার ভোগব্যয় মেটানোর জন্য উৎপাদনের একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হয়। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন খুব কম হয়। এভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

6. **বেকারত্ব**: স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। অথচ বিনিয়োগের হার খুবই কম। এ সমস্ত দেশে শিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নি। তাই শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে দেখা দেয় গণ-বেকারত্ব। শিল্পে নিয়োগের সুযোগ কম হওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিপদ্ধতি চিরাচরিত ও সাবেকি ধরনের। সারা বছর কৃষিকার্য চলে না, বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষিকার্যে ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। ফলে উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যা কৃষিক্ষেত্রে এসে ভিড় করলে কৃষিতে দেখা দেয় অর্ধ-বেকারত্ব ও

প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। এই অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সঙ্গে উন্মুক্ত বেকারত্ব যুক্ত হয়ে স্বল্পোন্নত দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে।

7. **ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য**: স্বল্পোন্নত দেশগুলো প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রটিই প্রধান ক্ষেত্র। এই অর্থনীতির রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বেশি থাকে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে শিল্পের খুব বেশি বিকাশ ঘটে নি। ফলে ঐ অর্থনীতি বিদেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এরূপ ক্ষেত্রে বাণিজ্য হারও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিজ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য কম দামে রপ্তানি করে, বিনিময়ে অধিক দাম দিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য কেনে। ফলে এই দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায়ই ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

৪.**নিম্ন মানের মানবিক মূলধনঃ** স্বল্পোন্নত দেশের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মানবিক মূলধনের নিম্ন মান। স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ নিরক্ষর। নানা কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতায় তাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের খুবই অভাব। এ সমস্ত কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। তাছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী এরূপ উদ্যোক্তারও অভাব লক্ষ করা যায়।

9. **দ্বৈত অর্থনীতি**: স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে একটি দ্বৈত অর্থনীতি লক্ষ করা যায়। অর্থনীতিটি যেন দু'টি ক্ষেত্রে বিভক্ত। একটি উন্নত ক্ষেত্র এবং অপরটি অনুন্নত ক্ষেত্র। উন্নত ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, অনুন্নত ক্ষেত্রটিতে উৎপাদন কৌশল প্রাচীন ও সাবেকি ধরনের। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে এই দুটি ক্ষেত্র দু'টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সহাবস্থান করে। একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না

10. **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য**: স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতেই অধিক আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। মোট জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশের আয় ও সম্পদ বেশি। কিন্তু জনসংখ্যার বিশাল অংশ গণ-দারিদ্র্য ও গণ-বেকারত্বের মধ্যে দিন কাটায়।

11. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার**: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্প বা অপূর্ণ ব্যবহার। প্রায় সমস্ত স্বল্পোন্নত দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকার পিছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই মূলধনের অভাব লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

12. **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য**: উপরের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কিছু অন-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। এগুলো হ'ল: (i) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা, (ii) পরিবর্তনবিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ কাঠামো, (iii) শিশু শ্রমিকের আধিক্য, (iv) সমাজে নারীদের নীচু স্থান ও অপুষ্টি, (v) উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার, (vi) জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার অভাব, (vii) অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন প্রভৃতি।